দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 JUN 98 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

# দেশ নিরক্ষরমুক্ত হতে যাচ্ছে

বাংলাদেশের শিক্ষার হার এখনও আশানুরূপ নয় এ কথা অতি সত্য। তবে বিভিন্ন সংস্থা ও দাতা গোষ্ঠীর পর্যবেক্ষক মহল মনে করছে যে, বাংলাদেশের মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে এখনও অনেক বিপত্তি রয়েছে।

বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার। বর্তমান সরকার দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নকল্পে রাজনৈতিক অঙ্গীকারসহ কতিপয় বাস্তব ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা হাতে নেয়ার ফলে শিক্ষায় কিছুটা উন্নয়ন ঘটছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মত প্রকাশ করছে। সবার জন্য শিক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা প্রভৃতি পরিকল্পনা হাতে নেয়ার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার হারও আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ঘোষণা ও '৯৬ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বছরান্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার কয়েক লাখ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বিশ্বব্যাংকের হিসাব মোতাবেক এখনও ৬ থেকে ১০ বছরের শতকরা ১৫ ভাগ শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। এই বয়সী প্রায় ৩০ লাখ শিশু প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয় না। আবার ভর্তি হলেও এদের শতকরা ৪০ ভাগ পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। যে সকল শিশুর ২৫ ভাগ স্কুলে যায় না এবং ড্রপআউট হয় এদের অধিকাংশ শহর ও গ্রামের দরিদ্র অঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি গোষ্ঠীর।

এ প্রসঙ্গে একটি আশার আলো দেখা দিয়েছে। বিশ্বব্যাংক ও দাতা সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা ৮৫ থেকে ৯৫ ভাগে উন্নীত করার জন্য একটি পাঁচ বছর মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর হার শতকরা ৩৫ ভাগ থেকে ৪৪ ভাগে উন্নীত হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বিগত ১৯৯৫ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যেখানে ছিল ১ কোটি ৭২ লাখ ৮ হাজার সেখানে ১৯৯৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ৭৫ লাখ ৮ হাজার। আর বর্তমান বছরে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮০ লাখ ৩ হাজার। ক্রমাগতভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেতে থাকলে আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে বলে বর্তমান সরকার ধারণা পোষণ করছে।

বিশ্বব্যাংক ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ৮৫ ভাগ থেকে শতকরা ৯৫ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে ১৫ কোটি ডলার সুদমুক্ত ঋণ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের সংখ্যা ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে বিশ্বব্যাংক আশা প্রকাশ করছে। এতসব পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করার পরও বাংলাদেশের অনেক গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। আবার যেখানে স্কুল আছে সেখানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই এবং যেখানে শিক্ষক আছে সেখানে পাঠ্যপুস্তকের অভাবে শিক্ষা গ্রহণ বন্ধ হয়ে আছে।

এ প্রসঙ্গে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের এক হিসাবে দেখা যায়, দেশের ৫ হাজার ৬শ' ৯৩টি গ্রামে কোন সরকারী প্রাথমিক স্কুল নেই। আর সারা দেশে অবস্থিত ৩০ হাজার ৯শ' ৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ হাজার ১৩টি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই এবং ৭ হাজার ৯শ' ৪৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এই অবস্থায় ১০ হাজার ৯শ' ৫৭টি পদ শূন্য রেখেই চলছে দেশের সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলো। তবে এ কথা সত্য, বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ বিধায় শিক্ষা ক্ষেত্রেও দারিদ্র্য বিরাজ করছে। এই অবস্থা আগামী ২০০৬ সাল নাগাদ কাটিয়ে ওঠার জন্য বর্তমান সরকার যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার করেছে এবং বিশ্বব্যাংক ও দাতা গোষ্ঠীর সহায়তায় যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে বলে সকল মহল আশা করছে।